■ ১৭.৪. ভারতে বিদেশি মূলধন (Foreign Capital in India)

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল মূলধনের অভাব। নানা কারণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয় না বলে বিদেশ থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। শুধুমাত্র আর্থিক মূলধনই নয়, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি, কারিগরি জ্ঞান, কাঁচামাল ইত্যাদিও সংগ্রহ করতে হয়। সুতরাং বাজারের স্বাভাবিক অবস্থায় **আর্থিক মূলধন সহ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি, কারিগরি জ্ঞান, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদির হস্তান্তরকে বলা হয় বিদেশি মূলধন।**

● **১৭.৪.১. বিদেশি মূলধনের বিভিন্ন ধরন (Different Forms of Foreign Capital) ঃ** কোনো দেশে বিদেশি মূলধন নানাভাবে আসতে পারে। বিদেশি মূলধনের প্রধান রূপগুলি হল ঃ

(১) **প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (Direct Foreign Investment) ঃ** আর্থিক বিনিয়োগ, কারিগরি জ্ঞান ও উৎপাদন কৌশল হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন কোনো বিদেশি কোম্পানি ভারতে একটি শাখা স্থাপন করে বা ভারতে কোনো কোম্পানি স্থাপন করে, তখন তাকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ বেসরকারি বিদেশি মূলধন ইক্যুইটি মূলধনের আকারে অন্য দেশে বিনিয়োগ করে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হল একটি মেয়াদী ব্যবস্থা। যে সংস্থায় এই মূলধন বিনিয়োগ হয়, তার পরিচালনার দায়িত্বও থাকে বিদেশিদের হাতে। লভ্যাংশের (Dividend) আকারে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রতিদান পেয়ে থাকে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের আর এক পদ্ধতি হল **পোর্টফোলিও বিনিয়োগ** (Portfolio Investment)। এই ধরনের বিনিয়োগে বিদেশি কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তি দেশীয় কোম্পানির শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করে বিনিয়োগ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যখন বিদেশি কোনো কোম্পানি বা নাগরিক ভারতের কোনো কোম্পানির শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করে বিনিয়োগ করে তখন তাকে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ হল মূলত আর্থিক লেনদেন, যার মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় কোম্পানির বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে।

(২) **বিদেশি সহযোগিতা (Foreign Collaboration) ঃ** যখন কোনো উদ্যোগ দেশীয় ও বিদেশি মূলধনের যৌথ সহযোগিতায় গড়ে ওঠে, তখন তাকে **বিদেশি সহযোগিতা** বলে। বর্তমানে ভারতে বিদেশি সহযোগিতায় বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সহযোগিতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন কারিগরি সহযোগিতা। কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানি যোগান দেয় প্রযুক্তি, ট্রেডমার্ক এবং পেটেন্ট অধিকার। বিদেশি সহযোগিতা তিন ধরনের হতে পারে।

(ক) বেসরকারি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে দেশীয় বেসরকারি কোম্পানির বিনিয়োগ ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য চুক্তি।

(খ) বেসরকারি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে দেশীয় সরকারি সংস্থার বিনিয়োগে ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য সরকারের সাথে চুক্তি।

(গ) কোনো বিদেশি সরকারের সঙ্গে দেশীয় সরকারের বিনিয়োগ ও কারিগরী সহযোগিতার জন্য চুক্তি।

(৩) **দুই দেশের সরকারের মধ্যে ঋণের আদান-প্রদান (Inter Government Loan) ঃ** রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে দুই দেশের সরকারের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সম্পর্কিত চুক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শুরু হয়েছে। পৃথিবীর উন্নত দেশ, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, প্রভৃতির সঙ্গে ভারত সহ উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারের এই ধরনের চুক্তি যেমন সম্পাদিত হয়েছে, তেমনি আবার ভারতের সঙ্গেও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে।

(৪) **আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ (Loans from International Financial Institution) ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী সংস্থা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association) ও আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন (International Finance Corporation) ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (International Monetary Fund : I.M.F.), এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Asian Development Bank : A.D.B.) প্রভৃতি সংস্থা থেকেও ভারত সহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ ঋণগ্রহণ করছে।

Scanned with CamScanner

(৫) **বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ (External Commercial Borrowing : E.C.B.) :** বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত বিদেশি ঋণকে বলা হয় বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ। সাধারণভাবে এই ঋণ স্বল্পমেয়াদী হয়। বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণের একটি ধরন হল ব্যাঙ্কে বিদেশিদের প্রবাসত অনাবাসী ভারতীয়দের জমানো অর্থ। এই অর্থ বিদেশি মুদ্রায় বা ভারতীয় মুদ্রায় হতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের মতো এই ঋণের সুদ দিতে হয়। 1991 সালে ভারতের আর্থিক সংকটের সময় আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের Credit rating যখন কমে যায়, তখন এই উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়।

• **১৭.৪.২. ভারতে বিদেশি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (Need For Foreign Capital in India) :** ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল মূলধনের অভাব। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয় না বলে বিদেশ থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে যে কারণগুলির জন্য বিদেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় তা উল্লেখ করা হল :

(১) **বিনিয়োগ-সঞ্চয় ঘাটতি :** ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি যেহেতু অতি কম সময়ের মধ্যে শিল্প উন্নয়ন ঘটাতে চায়, সেইহেতু এই সমস্ত দেশের প্রয়োজন হল উচ্চহারে বিনিয়োগ। আবার উচ্চহারে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন উচ্চহারে সঞ্চয়। কিন্তু এই সমস্ত দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার খুবই কম। সেই কারণেই এই সমস্ত দেশে মূলধনের অভাব দেখা দেয়। মূলধনের এই ঘাটতি বৈদেশিক মূলধনের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। সেই জন্য ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ-সঞ্চয়ের ঘাটতি মেটাতে বিদেশি মূলধনের প্রয়োজন।

(২) **প্রযুক্তিগত ঘাটতি :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল প্রযুক্তির ব্যবহার। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক দিয়ে যেহেতু অনেক পিছিয়ে আছে সেইহেতু প্রযুক্তিগত এই ঘাটতি বৈদেশিক মূলধনের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। কারণ বিদেশি মূলধন বলতে শুধু আর্থিক মূলধনকেই বোঝায় না, উন্নত প্রযুক্তি আমদানিও বিদেশি মূলধন আমদানির মধ্যে পড়ে। সুতরাং প্রযুক্তিগত ঘাটতি পূরণের জন্যও বৈদেশিক মূলধন প্রয়োজন।

(৩) **অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ :** ভারত সহ বহু উন্নয়নশীল দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু মূলধনের অভাবে এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য বিদেশি মূলধনের প্রয়োজন।

(৪) **বিনিয়োগের প্রাথমিক ঝুঁকি বহন :** ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব আছে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিয়োগের প্রাথমিক ঝুঁকি এই সমস্ত উদ্যোক্তা বহন করতে পারে না বলে তা বিদেশি মূলধনের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব।

(৫) **মূল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সৃষ্টি :** ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূল অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ প্রয়োজন। মূল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বলতে বোঝায়, রেলপথ নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি। এই সমস্ত মূল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সৃষ্টির কাজে দেশীয় সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না বলে মূল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সৃষ্টির জন্য বিদেশি মূলধনের উপর নির্ভর করতে হয়।

(৬) **বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণ :** ভারত সহ উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে দেশের শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি আমদানি করতে হয়। ফলে এই সমস্ত দেশে লেনদেন হিসাবে সামগ্রিক ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি বিদেশি মূলধনের মাধ্যমে কিছুটা পূরণ করা সম্ভব।

সুতরাং বলা যায়, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে বিদেশি মূলধন প্রয়োজন।

• **১৭.৪.৩. ভারত সরকারের বিদেশি মূলধন সংক্রান্ত নীতি (Policy of the**

Scanned with CamScanner

করার ক্ষেত্রেও এই ...
প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ভবিষ্যতে খুব বেশি সহায়তা করতে পারবে না ...
করেন।

● **১৭.৪.৬. ভারতে বিদেশি মূলধনের সমস্যা (Problems of Foreign Capital in India) ঃ** ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে বিদেশি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব থাকলেও বিদেশি মূলধনের কতকগুলি সমস্যা আছে। সমস্যাগুলি হল ঃ

(১) **উচ্চ মুনাফা যুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঃ** বিদেশি মূলধন পরিকাঠামোর অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করে উচ্চ মুনাফা যুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। উচ্চ মুনাফা যুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অধিকার না পেলে অনেক সময় বিদেশি মূলধন দেশে আসে না।

(২) **অনুপযুক্ত প্রযুক্তি ঃ** বিদেশি মূলধন বিনিয়োগকারীরা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে, তা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় উপযুক্ত হয় না। যেমন অনেক সময় বিদেশি মূলধন বিনিয়োগকারীরা মূলধন প্রগাঢ় প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমতে থাকে।

(৩) **রাজনৈতিক রূপ ঃ** সাধারণত, বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে আসে বৈদেশিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। ক্রমে বিদেশিরা দেশের অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রচ্ছন্নভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকে।

(৪) **বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি সৃষ্টি ঃ** বিদেশি মূলধন দেশে আসার ফলে লভ্যাংশ, রয়্যালটি প্রভৃতি বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাঠাতে হয়। অনেক সময় এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বিদেশি মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হওয়ার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়।

(৫) **দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশে বাধা ঃ** বিদেশি মূলধনের সঙ্গে দেশে আসে উন্নত প্রযুক্তি। বিদেশি প্রযুক্তির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার ফলে অনেক সময় দেশীয় প্রযুক্তির উন্নতির প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Scanned with CamScanner

উপসংহারে বলা যায়, ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে বিদেশি মূলধনের সাহায্যে শিল্প উন্নয়নের নীতিকে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। বিদেশি মূলধন সকল সময়ই বর্জনীয় এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কোনো মতেই উচিত নয়। কিন্তু বিদেশি মূলধনের সবচেয়ে বড় বিপদ হল ভারতের ন্যায় দেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা। বর্তমান শতাব্দীতে এই প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সেইজন্য বিদেশি মূলধন দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে অবশ্যই কাম্য, কিন্তু তা যেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শর্তসাপেক্ষ না হয়।

● **১৭.৪.৭. ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশি সাহায্যের ভূমিকা (Role of Foreign Aid in the Economic Development of India) ঃ** *সুবিধাজনক শর্তে এক দেশ যখন অন্য দেশকে ঋণ বা অনুদান দিয়ে সাহায্য করে তখন তাকে বিদেশি সাহায্য বলে।*

পরিকল্পনার শুরু থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত (1974) ভারতের মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল 11,922 কোটি টাকা। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1974-1978) ভারতের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হয় 6044 কোটি টাকা। পরবর্তীকালে 1979-80 সালে এর পরিমাণ হয় 1859·5 কোটি টাকা। 1989-90 সালে এর পরিমাণ হয় 10,826·0 কোটি টাকা। 1999-2000 সালে 20,319·0 কোটি টাকা এবং 2004-2005 সালে ভারতের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় 25,817·2 কোটি টাকা। 2005-06 সালে 18,937·9 কোটি টাকা। 2006-07 সালে 31,789·9 কোটি টাকা, 2010-11 সালে 37,431·6 কোটি টাকা, 2012-13 সালে হয় 45,948·4 কোটি টাকা এবং 2013-14 সালে 52,378·9 কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমগ্র পরিকল্পনাকালে ভারত বিশাল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেছে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশি সাহায্যের ভূমিকাকে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

(১) **উচ্চ বিনিয়োগ স্তর ও বৈদেশি সাহায্য ঃ** ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে 1950-51 সালে ভারতে বাৎসরিক বিনিয়োগের হার ছিল মূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের 9·3 শতাংশ (2004-05 সালের মূল্যমানে)। বিনিয়োগের এই হার বৃদ্ধি পেয়ে 2012-13 সালে 30·4 শতাংশ হয়। বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি মুদ্রার ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেটি অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র বিদেশি সাহায্যের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

(২) **পরিকাঠামো গঠন ও বিদেশি সাহায্য ঃ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের বিদেশি সাহায্য পরিবহনের উন্নতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প স্থাপনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন বিদেশি সাহায্যের একটি অংশ ব্যয় করা হয়েছে রেলের আধুনিকীকরণ ও প্রতিস্থাপনের জন্য। এছাড়া বিদেশি সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। এর ফলে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

(৩) **শিল্প উন্নয়ন ও বিদেশি সাহায্য ঃ** বিদেশি সাহায্য ভারতে শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করেছে বুনিয়াদী শিল্প ইস্পাত-এর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে। শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদেশি সাহায্যের বেশির ভাগ ব্যয় করা হয়েছে ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের উন্নয়নে। ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদেশি সাহায্যের 80 শতাংশের বেশি ব্যবহার করা হয়েছে ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য এসেছে পশ্চিম জার্মানি, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া ও ব্রিটেন থেকে। বিদেশি সাহায্য ভারতের মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটিয়ে শিল্প উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করতে সাহায্য করেছে।

(৪) **কৃষি উন্নয়ন ও বিদেশি সাহায্য ঃ** বিদেশি সাহায্য ভারতের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে ও কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি ছাড়া মৎস্য চাষ, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদনে বিদেশি সাহায্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(৫) **দামের স্থিতিশীলতা ও বিদেশি সাহায্য ঃ** খাদ্যের আকারে বৈদেশিক সাহায্য ভারতের খাদ্যশস্যের দামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। বিদেশি সাহায্যের কিছু অংশ আবার ব্যয় করা হয়েছে ভারতে অভাব আছে এমন কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আনার জন্য। এই সমস্ত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে দামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

(৬) **পেট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক শিল্প ও বিদেশি সাহায্য ঃ** পৃথিবীতে নতুন শিল্প বিপ্লবের অগ্রদূত হল পেট্রোকেমিক্যাল ও ইলেকট্রনিক শিল্প। ভারত সরকার এই দুটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য নানা দিক দিয়ে চেষ্টা করছে। বিদেশি সাহায্যের মাধ্যমে এই দুটি শিল্পের উন্নয়নের সম্ভাবনা বাতিল করে ভারত সরকার বিদেশি সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে।

Scanned with CamScanner

(৭) **আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি পরিষেবা এবং বিদেশি সাহায্য ঃ** ভারতীয় শিল্পে বিদেশি সহযোগিতা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে। বিদেশি সাহায্যের মাধ্যমে ভারত আধুনিক প্রযুক্তি, গবেষণা, উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন ও পরিবার কল্যাণ কার্যসূচির বাস্তব রূপায়ণে বিদেশি সাহায্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

● **১৭.৪.৮. ভারতে বিদেশি সাহায্যের সমস্যা (Problems of Foreign Aid in India) ঃ** ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশি সাহায্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও, এই সাহায্যের অনেক ত্রুটি বা সমস্যা আছে। ত্রুটি বা সমস্যাগুলির মধ্যে নীচেরগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) **রাজনৈতিক চাপ ঃ** ভারতে বিদেশি সাহায্যের একটি বৃহৎ সমস্যা হল রাজনৈতিক চাপ। বিদেশি সাহায্যের আশায় অনেক সময় সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ সাহায্যকারী দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। যেমন ভারতের ক্ষেত্রে বিদেশি চাপের ফলে মূলধনী শিল্পের উপর অগ্রাধিকার কমে গেছে এবং ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প (প্রধানত ধনী শ্রেণীর ব্যবহার্য) সমূহে বিনিয়োগ বাড়ছে এবং দেশের শিল্পায়নে সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য কমিয়ে বেসরকারি উদ্যোগের উপর শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

(২) **অনিশ্চয়তা ঃ** বিদেশি সাহায্যের আর একটি সমস্যা হল সাহায্যের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা। যেমন অনেক চেষ্টা করেও ভারত সরকার প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পূর্বে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রের জন্য কোন্ ধরনের এবং কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাবে, তার আশ্বাস পায় না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে সঠিকভাবে পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হয় না।

(৩) **বিদেশি সাহায্যের যথাযোগ্য ব্যবহারের ক্ষমতা ঃ** বিদেশি সাহায্য অনেক সময় ঋণের মাধ্যমে ভারতে আসে। বিদেশি ঋণের যথাযথ ব্যবহারের সমস্যা ভারতীয় অর্থনীতির আর এক সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে বিদেশি সাহায্যের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হল ব্যবহারের উপযোগী দক্ষতা, ইচ্ছা ও পরিকাঠামো। ভারতে এই সমস্ত উপাদানগুলির অভাব থাকায় সমস্যাটির উদ্ভব হয়।

(৪) **ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ঃ** বিদেশি ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে বিদেশি সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা। ভারতে বিদেশি ঋণের বোঝা ক্রমাগতভাবে বাড়ার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির বিদেশি সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা ক্রমাগতভাবে কমছে। ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রতি বৎসর গড়ে 35% ব্যয় হয় বিদেশি ঋণ পরিশোধ করার জন্য। এটি ভারতীয় অর্থনীতির বিদেশি সাহায্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

উপসংহারে বলা যায়, পরিকল্পনাকালে ভারত প্রচুর পরিমাণে বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করেছে। এই বিশাল বিদেশি সাহায্যের মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ দাবি করছে। পরিকল্পনার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই উন্নয়ন হয়েছে কিনা, যতটুকু উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে তা আশানুরূপ ও যথেষ্ট কিনা, বিদেশি সাহায্য ছাড়াই এই উন্নয়ন সম্ভব হতো কিনা, এই সকল প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন, বিদেশি সাহায্যের উপরে আলোচিত সমস্যাগুলি অবশ্যই বর্তমান।

Scanned with CamScanner